শব্দার্থ ও টীকা

35 ক

পর্যটন: সম্ভাবনা-সমস্যা-সমাধানের পথ

35.1 প্রস্তাবনা

ধনীদেশে পর্যটনের জন্য অবসর সময় এবং পর্যাপ্ত টাকা আর বাণিজ্যবৃদ্ধি মিলে পর্যটন শিল্পের অগ্রগতি দ্রুত হচ্ছে। 2008 সালে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা দাঁড়ায় 922 মিলিয়ন, এই সংখ্যা 2007 সালের তুলনায় 1.9 শতাংশ বেশি। এর ফলে 2008 সালে আন্তর্জাতিক পর্যটন থেকে অর্জিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে (মার্কিন মুদ্রায়) 944 বিলিয়ন (ইউরো মুদ্রায় 642 বিলিয়ন) যা আগের বছরের তুলনায় 1.8 শতাংশ বেশি। তবে পর্যটনের ইতিবাচক সম্ভাবনার সঙ্গে নেতিবাচক আশঙ্কাও জড়িয়ে থাকে। যেমন, আন্তর্জাতিক মন্দার জেরে জুন 2008-এর পর আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা 2 শতাংশ কমে যায়। এর সঙ্গে সংক্রামক সোয়াইন ফ্লু (AH1N1) রোগের জেরে 2009-এ আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা 4 শতাংশ কমে যায়। ফলে পর্যটনলব্ধ আয়ের পরিমাণও 2009 সালে 6 শতাংশ কমে যায়। সুতরাং পর্যটন শিল্পের আলোচনায় সম্ভাবনা ও সমস্যা দুদিকের কথাই মাথায় রাখতে হবে।

এই পাঠে আমরা পর্যটন কার্যক্রমের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করব। এ প্রসঙ্গে অপরিকল্পিত পর্যটনের সমস্যা এবং সম্ভাব্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটননীতি সংক্রান্ত কিছু পথ নির্ণয় করে ওই সমস্যার সমাধানের বিষয়ও আলোচনা করব।

35.2 উদ্দেশ্য :

এই পাঠটি পড়লে আপনারা করতে পারবেন—

- ভারতের বর্তমান পর্যটনের অবস্থা পর্যালোচনা;
- পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নে পর্যটনের ভূমিকা ব্যাখ্যা;
- অদৃশ্য রপ্তানি, স্থানীয় উৎপাদনের বিপণন ও পারফর্মিং আর্ট-এর উন্নতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ;
- বহিরাগত পর্যটকদের নেতিবাচক প্রভাব নির্ণয়;
- সুস্থ ও প্রীতিকর পর্যটনের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক নীতির মূল্যায়ন।

শব্দার্থ ও টীকা

35.3 ভারতে পর্যটনের বর্তমান পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা

1970-এর পর থেকে এখন পর্যন্ত ভারত বিশ্বের পর্যটন বাজারে কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ নিতে পারেনি। যদিও আমাদের দেশে পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 3.36 মিলিয়ন তবু হংকং বা সিঙ্গাপুরের মতো ছোটো দেশগুলিও আমাদের চেয়ে ঢের এগিয়ে।

বিশ্বে প্রতি দশ জনের একজন হচ্ছে ভ্রমণার্থী। 2009 সালে আন্তর্জাতিক মন্দা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ভ্রমনার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 880 মিলিয়ন। কিন্তু আমাদের অগ্রগতি অনেক কম।

তালিকা - 1

ভারতে বিদেশি পর্যটকের পরিসংখ্যান :

সাল	বিদেশি পর্যটক সংখ্যা
1951	17,000
2004	33,00,000
2007	40,55,000

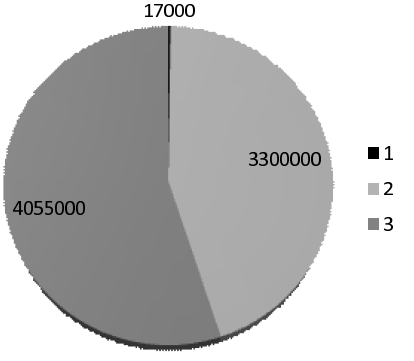

তালিকা - 2

ভারতে আভ্যন্তরীন পর্যটকের পরিসংখ্যান :

সাল	আভ্যন্তরীন পর্যটক সংখ্যা (তীর্থযাত্রীসহ)	তীর্থযাত্রী
1996	20,03,000	10,05,000
2004	30,05,000	10,09,000

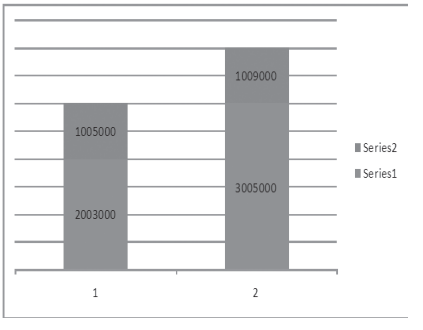

পর্যটন সংক্রান্ত অন্যান্য পরিসংখ্যান :

1. পর্যটন থেকে ভারতের আয় - মোট জিডিপি-র 3.5 শতাংশ
2. বিশ্বের পর্যটনে ভারতের স্থান - 35 তম
3. বিশ্বপর্যটনে এশিয়ার অংশ - 7.8 শতাংশ

শব্দার্থ ও টীকা

4.	বিশ্বপর্যটনে ভারতের অংশ	-	2.6 শতাংশ
5.	2003 থেকে 2007 বছরে পর্যটন বাবদ ভারতে আয়বৃদ্ধি	-	13.7 শতাংশ

তবে এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে সংকটকালীন পরিস্থিতিতে পর্যটক সংখ্যা দ্রুত কমে যায়। কারণ, দেখা গেছে তখন সবচেয়ে প্রথম আক্রান্ত হয় পর্যটকরাই। অবশ্য তীর্থযাত্রীরা যে কোনো হাঙ্গামাকে উপেক্ষা করেই তাদের তীর্থ পর্যটন অব্যাহত রাখতে চায়। সেজন্য সরকার অতিরিক্ত 200 কোটি টাকা ধরেছে সুষ্ঠু পর্যটন ব্যবস্থার জন্য।

বিদেশি মুদ্রা (foreign exchange) আয়:

ইয়োরোপ থেকে আগত বিদেশি পর্যটকরা এদেশে যা ব্যয় করে তার পরিমাণ মোট পর্যটন থেকে আয়ের 50 শতাংশ। 2004 সালে এই আয়ের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে 4.122 বিলিয়ন ডলার।

পর্যটন: তখন ও এখন

ষাটের দশকে ভারতের 2য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পর্যটনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে সব স্থানে বিদেশিরা ঘন ঘন বেড়াতে যান সেসব স্থানের পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

আশির দশকে কম আয়ের পর্যটকদের বাছাই করা পর্যটন কেন্দ্রগুলোর উন্নতির দিকে রাজ্য সরকারগুলিকে নজর দিতে বলা হয়।

1985 - 90 সালের পরিকল্পনা কালে অনেক রাজ্য পর্যটনকে শিল্পের স্বীকৃতি দেয়। হস্তশিল্প বিক্রি বাড়াবার জন্য হস্তশিল্পভিত্তিক বিশেষ পর্যটন ব্যবস্থার কথা ভাবে। বিশেষ বিশেষ স্থানে যাবার সুবিধার জন্য চক্রাকার ভ্রমণ (circuit tour)-এর কথা ভাবতে শুরু করে।

এই পরিকল্পনাকালে জোর দেওয়া হয়—

পর্যটন থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগের উপর।

পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রাইভেট ও বিদেশি মূলধন টানার সম্ভাবনার উপর।

বিভিন্ন এলাকায় পর্যটনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর।

পর্যটনের উন্নয়নকল্পে সরকারি দপ্তর ও অন্যান্য এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার উপর।

মূল বক্তব্য:

- আন্তর্জাতিক পর্যটক সংখ্যার হিসেবে 2004 সালে ভারত 30 লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এই বছরে এর থেকে অর্জিত বিদেশি মুদ্রার পরিমাণ 4.2 বিলিয়ন ডলার।
- দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিনগুলো থেকে ভারত তার পর্যটনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বাজেটে এই বাবদ ব্যয় বরাদ্দ অনেক বাড়িয়েছে

শব্দার্থ ও টীকা

এবং পর্যটনকে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করেছে।

- বিশ্ব পর্যটনে ভারত 35ম স্থান থেকে কিছুটা উপরের দিকে উঠে এসেছে। মোট জিডিপি (মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদন) 5.3% আসে পর্যটন থেকে।

পাঠগত প্রশ্ন 35.1

1. শিল্প হিসাবে বিবেচিত হবার পক্ষে পর্যটনের চারটি দিক উল্লেখ করুন।
2. কোন্ কোন্ প্রধান কারণে ভারত পর্যটন থেকে খুব কম বিদেশি মুদ্রা অর্জন করছে?

35.4 পর্যটন পরিষেবা: অর্থ ও প্রভাব

ক) পর্যটন খুবই শ্রমিক-নির্ভর শিল্প। পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী এই শিল্পে কর্মীদের বিভিন্ন রকমের পরিষেবা দিতে হয়।

2004 সালে 11.5 মিলিয়ন কর্মী পর্যটনের অতিথি পরিষেবার কাজে নিযুক্ত ছিল। 2014 সালে এই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়াতে পারে 28 মিলিয়ন। পরোক্ষভাবে ট্যাক্সি, লাক্সারি কোচ, গাইড, লোকশিল্পী, শিল্প দ্রব্য বিক্রেতা, আর্থিক পরিষেবা, ফোটোগ্রাফি ও ক্রীড়াসামগ্রীর যোগানদার প্রভৃতির কাজও কম লোভনীয় নয়।

হিসাবের মধ্যে আনতে হয় সংশ্লিষ্ট আরও অনেককে। যেমন প্রচার পরিচালনা যারা করে, পর্যটন পরিকল্পনায় যারা বাবুর্চি, সেলস ম্যান, সবাই পর্যটনের পক্ষে অপরিহার্য।

এই শিল্প সুপরিচালনার জন্য অর্থের চেয়েও বেশি দরকার প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর।

শিল্প হিসাবে পর্যটন তার চাহিদা বাড়ায় আরো মানুষকে পর্যটনে উদ্বুদ্ধ করে। আবার পর্যটনই তৈরি করে কৃষি, উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ শিল্প, রাস্তা তৈরি, হোটেল নির্মাণ প্রভৃতি অনেক শিল্পের বাজার। পুরাকীর্তি, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ, যন্ত্র ও অন্যান্য জিনিস ও স্থান যাকে এখন বলা হয় 'ঐতিহ্য শিল্প' সেগুলিও প্রকৃত পক্ষে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের মতো আমরা বিক্রি করি।

10 লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটন শিল্পে হোটেল ক্ষেত্রে 89টি কর্মসংস্থান হয়। একই টাকায় কৃষি শিল্পে হয় 45টি ও উৎপাদন শিল্পে মাত্র 13টি।

এসব দিকে দৃষ্টি পড়ার ফলে ভারতে পর্যটন শিল্পের বৃদ্ধি ঘটেছে হু হু করে।

খ) ভারতে ভ্রমণরত বিদেশিদের যে পর্যটন পরিষেবা দেওয়া হয় তাকে বলা যায় পর্যটন শিল্পের পরোক্ষ উৎপাদন। এই উৎপাদনগুলির মধ্যে আছে সব রকম আতিথেয়তা পরিষেবা। যত বেশিদিন তারা থাকে তত বেশি টাকা আসে।

আমাদের পরিষেবা দিয়ে পাওয়া টাকা যে কোনো রপ্তানিদ্রব্য বিক্রির দামের মতোই। আবার কার্পেট, হস্তশিল্প, লোকশিল্প ডিজাইনে প্রস্তুত পোশাক প্রভৃতি বিক্রির থেকেও টাকা আসে।

বিদেশি বাণিজ্য যত বাড়ে, পর্যটক, বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং পেশাদারদের ঘন ঘন যাওয়া আসাও ততই বাড়ে। এতে আবার পর্যটন শিল্পেরও বাড়বৃদ্ধি ঘটে।

শব্দার্থ ও টীকা

গ) অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন:

বেশি সংখ্যক বিদেশি পর্যটক মানে বেশি পরিমাণ লোকশিল্প সামগ্রীর চাহিদা। এর মানে ঐ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। এই সুবিধা পেয়ে থাকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকাগুলি।

শিল্পে অনুন্নত বা কম উন্নত কৃষি এলাকায় কৃষি ছাড়া বিকল্প উপার্জনের সুযোগ নেই বললেই চলে। ভারতে এরকম লোকালয়ই অনেক ছড়িয়ে আছে। বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ এসব এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের অন্তত সামাজিক কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। মহিলা ও বয়স্কদের আয়ের সুযোগও তৈরি হতে পারে লোকশিল্প সামগ্রী থেকে।

স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতীদের সুযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লগ্নিকার জমির মালিক, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির সুযোগ বাড়ে বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণের ফলে।

মূল বক্তব্য:

- পর্যটনের উপকারগুলির মধ্যে আছে নতুন কর্মসংস্থান ও নানা উৎস থেকে আয়বৃদ্ধি।
- অনুন্নত এলাকায় স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবার সুযোগ ঘটায় পর্যটন।

পাঠগত প্রশ্ন 35.2

1. পর্যটনের মধ্য দিয়ে দুই প্রকার পরোক্ষ রপ্তানির নাম করুন।
2. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পর্যটক এই দুয়ের মধ্যে কারা বিদেশি মুদ্রা যোগায়?
3. পর্যটনের মাধ্যমে অনুন্নত এলাকার উন্নয়নে তিনটি বিকল্প সম্ভাবনা কী কী?
4. পর্যটনকে পরিষেবা শিল্প বলা হয় কী কারণে?
5. ঐতিহ্য শিল্পের অন্তর্ভুক্ত তিনটি জিনিসের নাম বলুন।

35.5 পর্যটনের সমস্যা

ক) পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব।

খ) স্থানীয় অর্থনীতির উপর চাপ

গ) স্থানীয় সংস্কৃতির উপর নেতিবাচক প্রভাব।

ক) পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব

পরিবেশ ততক্ষণই পর্যটনের আকর্ষণ হিসাবে অভিপ্রেত, যতক্ষণ এর ক্ষতির পরিমাণ আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়।

এরকম কী কী ক্ষতি হতে পারে?

পরিবহন, যাত্রীবাহী ঘোড়া বা বহু মানুষের পায়ের চাপ অতিমাত্রায় পড়লে মাটি আলগা হয়ে যায়।

ভূমির উপরের স্তরের ক্ষয় হয়। জমাট বরফের উপর অতিরিক্ত চলাফেরায় বরফ গলে যায়। পর্যটকদের নিক্ষিপ্ত বর্জ্য প্লাস্টিক, টিন, রাসায়নিক দারুণ ক্ষতির কারণ হয়। অতিরিক্ত ভিড়ে গাছের চারা, সবুজ নষ্ট হয়। প্রকৃতির ভারসাম্য সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। তাতে দেখা যায় বন্য পশু পাখি মানুষের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে চায়। ওই সান্নিধ্য সইতে না পেরে অনেক পশু পাখি মারাও যায়। জওহরলাল নেহরুর উক্তি আছে, 'মানুষ যে ক্রমে বন্য হয়ে উঠছে কেবল তা নয়, মানুষ যে-কোনো বন্য পশুর চেয়েও হিংস্র, সভ্যতা সংস্কৃতি থাকা সত্বেও।'

পর্যাপ্ত টাটকা জল পর্যটনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। ভারতের মত ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় এর অভাব বেশি। অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যায় পর্যটক জলের অভাব দেখলে দ্বিতীয় বার সেই এলাকায় যাওয়ার উৎসাহ হারাবে। বিপুল পরিমাণ বর্জ্যের স্তূপ পর্যটকের বিরক্তি ঘটায়।

যথার্থই বলা হয়ে থাকে যে নিসর্গশোভা/ বন্যপ্রাণ/ সাংস্কৃতিক আকর্ষণ/ প্রাকৃতিক ভারসাম্য পর্যটনের ভিত। এই ভিত মজবুত করতে হলে এই চারটির সংরক্ষণ অবশ্য পালনীয়।

অনেক প্রাচীন স্থাপত্য স্মৃতির রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হয় না। অধিক সংখ্যক পর্যটকের যাতায়াতের ফলে ইতিমধ্যে ইলোরা অজন্তা এলিফেন্টার গুহায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এতে গুহার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গুহাচিত্র নষ্ট হচ্ছে। বিমান অবতরণের আওয়াজের আঘাতে ক্ষতি হয়েছে খাজুরাহোর ভাস্কর্য। আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদের ফলে দিল্লির যন্তরমন্তরের সৌরগণনা আর নির্ভুল হতে পারছে না। নিকটস্থ মথুরা তেলশোধন কারখানার বর্জ্য তাজমহলের অনুপম সৌন্দর্যের ক্ষতি করেছে। এসব ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা বেড়ে চলেছে অপরিকল্পিত পর্যটক সংখ্যার ফলে।

সংখ্যাধিক্যের চাপে ক্ষতির মুখে পড়েছে পক্ষীনিবাস, অভয়ারণ্য, ম্যানগ্রোভ অরণ্য, ফলে এগুলির উপর নির্ভরশীল মানুষের উপার্জনেও টান পড়েছে।

মূল বক্তব্য:

- পরিবেশের সব উপাদান— মাটি, ফুলপল্লব, পশুপাখি, ঐতিহ্যবাহী স্মারককে বিপুল সংখ্যক পর্যটকদের চাপমুক্ত রাখা দরকার।
- কেবল সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে হবে না, স্থানীয় বাসিন্দাদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা করা হলে তবে পর্যটন শিল্প দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।

খ) স্থানীয় অর্থনীতির উপর চাপ

অনিয়ন্ত্রিত পর্যটক সংখ্যা স্থানীয় সম্পদের উপর বিরাট চাপ ফেলে।

পর্যটনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অর্থ চলে যায়। এতে উন্নয়ন বাড়ে। কিছু নতুন ঘটনা তৈরি হয়। জমির দাম বাড়ে হোটেল ইত্যাদি তৈরির জন্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ে। লোকজনের কর্মসংস্থান বাড়ে। এসব ভালো দিক।

কিন্তু এর খারাপ দিকও আছে, যেমন, পার্বত্য পর্যটন কেন্দ্রে বিশেষ সময়ে পর্যটক বাড়লে জল ও বিদ্যুতের সংকট হয়। পরিবহন নির্দিষ্ট সংখ্যক হওয়ায় তার সমস্যা তৈরি হয়। এতে স্থানীয়দের সমস্যা বাড়ে। কর্মসংস্থান বাড়লেও সামাজিক সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়। এরকম অনেক কিছুই অস্থায়ীভাবে হলেও সেটা সমস্যাই। একজায়গায় কর্মপ্রার্থী বেশি হলে কমসংস্থানের সমস্যা হয়। এর সমাধান হতে পারে যদি পর্যটক সংখ্যা পর্যটন কেন্দ্রের সংকুলান ক্ষমতা অনুযায়ী হয়। কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা একটা জায়গায় খুব বেশি বেড়ে যাওয়াটাকেও আটকানো

শব্দার্থ ও টীকা

দরকার।

মূল বক্তব্য:

- পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের ভিড় বাড়লে কর্মীদের বেতন বাড়ে, জমির দাম বাড়ে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ে।
- স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটক উভয়ের মিলিত চাহিদা সামাল দিতে পারে না সীমিত জল ও বিদ্যুতের যোগান। এতে ভীষণ কষ্টে পড়ে স্থানীয়রাই।
- পর্যটন কেন্দ্রের সংকুলান ক্ষমতা অনুযায়ী পর্যটক সংখ্যাকে সীমিত রাখা গেলে এবং কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যায় রাখা গেলে এসব সমস্যার সমাধান হয়।

গ) স্থানীয় সংস্কৃতির উপর নেতিবাচক প্রভাব

কম উন্নত দেশ ভারতে পর্যটনের অর্থনৈতিক সুবিধা সর্বদাই কাম্য। কিন্তু এর সামাজিক ফলাফল সবসময় সুখের হয় না। স্বাধীন ভারতে স্বদেশি শিল্প সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি গর্ববোধ সৃষ্টি হয়েছে দেশবাসীর মধ্যে। তার উপর বিন্দুমাত্র আঘাতও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এর প্রমাণ পাওয়া যায় সৈকত নগরী মহাবলীপুরমকে পূর্ণাঙ্গ পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টিতে। বিদেশি দম্পতির বালুকাবেলায় অবাধে শুয়ে থাকা, রীতিমত ফ্যাশান শো ভারতীয় রুচিতে অশোভন। ধনীদের একাংশ যখন যুক্তি দেয় এসব আকর্ষণ এখানকার অর্থনীতিতে প্রাচুর্যের বান ডাকবে তখন বাকিরা ভাবেন স্বাধীন ভারতে আবার বিদেশি অপসংস্কৃতির উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এরই ফলে শুরু হয়েছিল মহাবলীপুরমের বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ।

অনুরূপ সংঘর্ষ ঘটতে পারে প্রধানত 3টি কারণে:

ক) উৎপাদিত দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য উৎপাদনকারী নিজে পাচ্ছেন কম, বেশিটাই খেয়ে নিচ্ছে দালাল বা বিক্রয়কারী পরিষেবার কর্মীরা। তাছাড়া পর্যটকদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন রীতি হচ্ছে নিতান্তই বাণিজ্যিক, এতে স্থানীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন হয় না। এই সব আর্থসামাজিক কারণে পর্যটনের প্রসারে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে।

খ) পর্যটকের মুখোমুখি হলে তারা বিনা ভূমিকায় বিক্রয়লব্ধ পণ্য হিসাবে স্থানীয় পুরুষ ও মহিলার ফোটো তুলতে যায়। এতে বিদেশিদের সম্বন্ধে একটি সন্দেহ দানা বাঁধে। কখনো বা প্রয়োজনীয় রীতিনীতি না মেনে মন্দিরে, উৎসব অনুষ্ঠানে বিদেশিদের অবাধ প্রবেশ স্থানীয়দের ক্ষুব্ধ করে। এতে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির ফলে বিদেশিরা স্থানীয়দের বিরাগ ভাজন হয়।

গ) বহিরাগত পর্যটকরা স্থানীয় যুবকদের বিশেষ করে যুবতীদের চিরাচরিত ঘরোয়া জীবনের গণ্ডি ছেড়ে বাইরে আসার বাসনা জাগিয়ে তোলে। এটাকে স্থানীয় সমাজ ওদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো বলে ভেবে নেয়। এখনকার পর্যটক প্রধানত মজার খোঁজ করে। সব সময় ছেলে-মেয়েতে অবাধ মেশামেশি, পর্যটকদের অনুকরণে স্বল্পবাস পরার প্রবণতা, ওদের মতো বিজাতীয় খাদ্যাভ্যাস স্থানীয় ঐতিহ্যকে কালক্রমে শিথিল করে তোলে। অনেক সময় স্থানীয় তরুণরা পর্যটকদের অনুকরণে বিলাসী জীবন কাটাতে গিয়ে তাদের আয় তাদের পরিবারের প্রয়োজনে দিতে পারে না। তবে ঘনঘন আসা যাওয়া ঘটানো হলে বহিরাগত সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয় কেটে যাবে। শিক্ষার অগ্রগতি ঘটলে স্থানীয় সংকীর্ণতা দূর হবে। পর্যটনের ফলে সম্পদ এবং কর্মদক্ষতা বাড়বে।

শব্দার্থ ও টীকা

ফলে স্থানীয় মানুষের ঐতিহ্যবোধ সংকীর্ণতা মুক্ত হবে। পরস্পরের সাংস্কৃতিক তথ্য ও ভাব বিনিময় যদি উভয়ের সম্মতিতে হয় তাহলে এ ধরণের সংঘর্ষ কম হবে।

মূল বক্তব্য:

- বিদেশি ট্যুরিস্ট ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে সংঘাত প্রকৃতপক্ষে দুটি সংস্কৃতির সংঘর্ষ। অনেক পর্যটন কেন্দ্রেই এটা ঘটে।
- পর্যটক ও স্থানীয়দের সম্পর্ক নিতান্তই বাণিজ্যিক ও পরিষেবার ক্রেতা বিক্রেতা সম্পর্ক।
- স্থানীয়দের কেবল পণ্যসামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করা স্থানীয় মানুষের বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ ঘটায়।
- বিদেশি পর্যটকরা বহুক্ষেত্রে অপরিমিত স্ফুর্তির সন্ধানী। তারা অভাবগ্রস্ত সমাজের মানুষের মধ্যে এসে স্থানীয় মানুষের আর্থসামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে।
- পর্যটকদের অনুকরণ করতে গিয়ে স্থানীয় তরুণ তরুণীরা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়। এটা গণ পর্যটনের নেতিবাচক প্রভাব।

35.6 সমাধানের পদক্ষেপ

পর্যটন শিল্পের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার যেমন পর্যটন কেন্দ্র প্রসার ও পর্যটন নিয়ন্ত্রণের নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন তেমনি বেসরকারি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় ট্রাস্টগুলিও এগিয়ে এসেছেন প্রচলিত কেন্দ্রগুলিকে পর্যটক প্রচারের চাপমুক্ত রাখতে, সরকারি পদক্ষেপগুলি যাতে কার্যকর হয় তা নিশ্চিত করতে। তাঁরা পুরোনো জলসরবরাহ কেন্দ্রগুলি আবার চালু করতে উদ্যোগী হয়েছেন। যেমন কূপ খনন, জলাশয় সংস্কার ও খনন। তাঁরা পুরোনো পান্থশালাগুলির সংস্কার করছেন। পর্যটকের কাছ থেকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে কেন্দ্রকে বর্জ্যমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করেন। প্রাচীন পুরাকীর্তিস্থানে যথেচ্ছ যাতায়াত বন্ধ করতে প্রবেশবিধি প্রণয়ন করতে হবে সরকারকে। সর্বাধিক সমাবেশের সময় বহু পর্যটকের সমাগম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পর্যটকরা যাতে যাওয়া-আসা নির্দিষ্ট পথে করে সেটার ওপর কড়া নজরদারি দরকার। পর্যটন কেন্দ্র পর্যটকদের পরিত্যক্ত বর্জ্যমুক্ত রাখার জন্য সামান্য শুল্ক নির্ধারণের কথা সরকার বিবেচনা করছে।

অসংখ্য খাবার দোকান খুলে উঁচু পার্বত্য পর্যটন কেন্দ্রের বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

অতিথি-পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে সহযোগিতা এখন বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভরতপুরে ন্যাশনাল পার্কের চারপাশের কৃষকরা খরার সময় যদি খালের কিছু জল ছেড়ে না দেয় তাহলে পর্যটকদের ক্ষতি হবে, তাদেরও লাভ হবে না।

মূল বক্তব্য:

- সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসছেন।
- সরকারকে প্রয়োজনীয় বিধি নির্দেশ আরোপ করতে হবে পুরাকীর্তিগুলিকে পর্যটকদের যথেচ্ছ আচরণের হাত থেকে রক্ষা করতে।
- বহিরাগত পর্যটক আর স্থানীয় সমাজ উভয়ের সহযোগিতার অভাব ঘটলে পর্যটনশিল্প বা এলাকার উন্নয়ন কোনোটাই হবে না।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 35.3

1. গণপর্যটনের তিনটি নেতিবাচক প্রভাবের উল্লেখ করুন।
2. খাজুরাহো ভাস্কর্যের ক্ষতির কারণ কী?
3. জনমতের চাপে স্থানীয় পরিবেশ রক্ষা পাবার দুটি দৃষ্টান্ত দিন।
4. অতিসংখ্যায় পর্যটনের চাপের সমস্যা থেকে পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে মুক্ত রাখার তিনটি পদক্ষেপ উল্লেখ করুন।

35.7 আপনি যা শিখলেন

1. বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা এবং বিদেশি মুদ্রা অর্জনের হিসাবে ভারত বিশ্বপর্যটনের ক্ষেত্রে এখনো অনেক পিছিয়ে। দেশের বিদেশি বাণিজ্য থেকে আয়ের এক তৃতীয়াংশ আসে পর্যটন শিল্প থেকে। পর্যটন শিল্পে কম বিনিয়োগে বেশি কর্মসংস্থান হয়। এর ফলে অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন ঘটে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।
2. আন্তর্জাতিক পর্যটনে বাইরে পণ্য না পাঠিয়েও পরোক্ষ উৎপাদন রপ্তানি করে রপ্তানির উন্নতি ঘটায়। এই পরোক্ষ উৎপাদন বলতে বোঝায় বিদেশিদের প্রতি আতিথেয়তা ও পরিষেবা। তা ছাড়া হস্তশিল্পের মতো লোভনীয় সামগ্রী বিক্রি হয় প্রচারের জন্য কোনো ব্যয় না করে।
3. প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রত্ন সম্পদ ও ধ্বংসাবশেষ আকর্ষণীয় থাকে অতিরিক্ত পর্যটকের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগে অবধি। অনিয়ন্ত্রিত গণপর্যটন পর্যটন এলাকায় প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। আবাসন সংকুলান অনুযায়ী পর্যটক নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক যাতে স্থানীয় দুর্গতি না হয়।
4. বিদেশি পর্যটকের অনুকরণের ফলে স্থানীয় তরুণসমাজ যাতে ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার কবলে না পড়ে সে সম্বন্ধে সতর্কতা জরুরি।
5. পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে এখন সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও এগিয়ে আসছে।

35.8 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. সংক্ষেপে উত্তর দিন:

i) নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্প ও কৃষির চেয়ে পর্যটন কেন বাঞ্ছনীয়?

ii) বিদেশি পর্যটক ও স্থানীয় সমাজের মধ্যে সংঘাতের তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।

iii) পর্যটন কীভাবে অনুন্নত এলাকা থেকে মানুষের চলে যাওয়াকে আটকাতে সাহায্য করে?

2. দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখান

i) পরোক্ষ রপ্তানি ও প্রত্যক্ষ রপ্তানি

ii) স্থানীয় তরুণদের উপর বিদেশি পর্যটকদের প্রভাব ও স্থানীয় সমাজের উপর বিদেশি পর্যটকদের প্রভাব।

iii) পান্থশালা ও পর্যটন আবাস

3. ভারতে বিদেশি পর্যটক টানার জন্য তিনটি পদক্ষেপের কথা বলুন।

শব্দার্থ ও টীকা

4. পর্যটনের পক্ষে পরিবহনের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

5. ব্যাখ্যা করুন
   i) পর্যটন শিল্প অনেকগুলো শিল্পের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।
   ii) স্থানীয় পরিবেশের উপর পর্যটনের প্রভাব।

35.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

35.1 1) i) কর্মসংস্থান সৃষ্টি
ii) ব্যক্তিগত ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা
iii) রাজ্যগুলি পরিকল্পনার বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়ন
iv) সরকার ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সহযোগিতা

2) i) সরকারের উদ্যোগের অভাব
ii) পর্যটনের উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব।
iii) দেশে অর্থনৈতিক অনুন্নতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা

35.2 1) (ক) আতিথেয়তা ও আনুষঙ্গিক পরিষেবা (খ) হোটেলের সুবিধা

2) বৈদেশিক

3) (i) পর্যটনের মাধ্যমে আরো অর্থ আসা
(ii) পর্যটকদের পরিষেবার অর্জিত অর্থে স্কুল, হাসপাতাল গড়ার সুযোগ।
(iii) কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়ে পারিবারিক সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মেয়েদের মুক্তি ও ক্ষমতায়ন।

4) কারণ এই শিল্প পর্যটকদের প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা যোগায়।

5) পুরোনো স্মৃতি স্তম্ভ, স্বাধীনতা উত্তরকালে নির্মিত আকর্ষণীয় সৌধ এবং চিত্র ও কারুশিল্পের যাদুঘর।

35.3 1. (ক) অতিরিক্ত মাত্রায় পর্যটনের চাপে স্থানীয় পরিবেশের ক্ষতি।
(খ) পর্যটকদের বিলাসবহুল জীবনের অনুকরণ করতে গিয়ে স্থানীয় সামাজিক ঐতিহ্য শিথিল।
(গ) স্থানীয় প্রত্ন সম্পদকে পণ্যদ্রব্য হিসাবে গণ্য করার জন্য স্থানীয় মানুষের গর্ববোধে আঘাত।

2. রানওয়ে মন্দিরের কাছে বলে বিমান ওঠানামার কম্পন।

3. i) জনমতের অনুকূলে কোর্টের নির্দেশে তাজমহলের চারিদিকে ১০,৫০০ বর্গ কিমি জঞ্জাল মুক্ত হওয়া।
ii) মহাবলীপুরমকে পুরোপুরি পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা থেকে সরে আসা জনমতের চাপে।

4. (ক) বেসরকারি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় ট্রাস্টগুলির সংরক্ষণ উদ্যোগ।
(খ) প্রাচীন পুরাকীর্তিস্থলে যথেচ্ছ বিচরণ বন্ধ করার জন্য কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ।
(গ) অতিথি-পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।